সংযোজনী-খ

বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদকের আবেদন ফরম

১. ✓উদ্যোগ/প্রকল্প/ধারণার শিরোনাম: একটি জেলার তৃতীয় লিঙ্গের/হিজড়া জনগোষ্ঠীর টেকসই পুনর্বাসন ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন

২. নিম্নলিখিত যে ক্ষেত্রে অবদানের জন্য আবেদন করতে ইচ্ছুক

[প্রযোজ্য শ্রেণিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন]

ব্যক্তিগত অবদান ✓দলগত অবদান প্রাতিষ্ঠানিক অবদান

৩. যে ক্ষেত্রে অবদানের জন্য আবেদন করা হচ্ছে (অনুচ্ছেদ ৩ অনুযায়ী) তার কোড নম্বর ও নাম লিখুন:

কোড নম্বর: BPAA003 ক্ষেত্র: সামাজিক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা

৪. আবেদনকারী ব্যক্তি/দল/প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য:

দলীয় আবেদেনর ক্ষেত্রে সদস্যের নাম ও পদবি (সর্বোচ্চ পাঁচ জন):

ক্র:নং:	নাম	পদবি ও দপ্তর	ফোন/মোবাইল নম্বর:	ইমেইল
১.	মোঃ মোমিনুর রশিদ	জেলা প্রশাসক,জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, শেরপুর।	/01711594901	dcsherpur@mopa.gov.bd
২.	আনার কলি মাহবুব	যুগ্ম সচিব,মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ	/01711397065	koli6886@gmail.com
৩.	মোহাম্মদ ফিরোজ আল মামুন	আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা,গাজিপুর সিটিকর্পোরেশন, গাজিপুর	/01716414874	taufikun.nahar@gmail.com
৪.	মেহনাজ ফেরদৌস	উপজেলা নির্বাহী অফিসার,উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, শেরপুর।	/01713651321	unosherpur@mopa.gov.bd
৫.	তনিমা আফ্রাদ	সহকারী কমিশনার (ভূমি),সহকারী কমিশনার (ভূমি) কার্যালয়, শেরপুর সদর, শেরপুর।	/01760686637	tanimadu16@gmail.com

৫. অনধিক ৩০০০ (তিন হাজার) শব্দের মধ্যে উদ্যোগের সপক্ষে নিম্নলিখিত বিষয়-সম্বলিত একটি বর্ণনা সংযুক্ত করুন:

১) প্রেক্ষাপট:

শেরপুর জেলার হিজড়া জনগোষ্ঠীর নির্দিষ্ঠ ও নিজস্ব কোন আবাসন , কর্মসংস্থান ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা না থাকায় তারা জীবন জীবিকার তাগিদে বিভিন্ন ভাবে গণউপদ্রব সৃষ্টি করে মানুষের কাছ থেকে অর্থ আদায় করতো। অনেক সময় তারা বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়তো । কোন উৎপাদনমূখী কর্মে যুক্ত না হওয়ায় দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তারা কোন ভূমিকা রাখতে পারে না। একই সাথে কোন কর্মসংস্থান না থাকায় তারা ভাসমান অবস্থায় সংঘবদ্ধ হয়ে অপরাধপ্রবণ জীবন যাপন করে সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে।

এ প্রেক্ষিতে তাদের সুশৃঙ্খল জীবন, স্থায়ী আবাসন ও ঠিকানা, উপযুক্ত কর্মসংস্থান এবং টেকসই পুনর্বাসনের জন্য জেলা প্রশাসন শেরপুর ও উপজেলা প্রশাসন শেরপুর সদর উদ্যোগ গ্রহণ করে।

২) উদ্দেশ্যসমূহ:

(ক) হিজড়াদের কর্তৃক গণ-উপদ্রব , চাঁদাবাজি ও অপরাধমূলক কর্মকান্ড বন্ধকরণ।

(খ) হিজড়াদের স্থায়ী ও নিজস্ব ঠিকানা তথা আবসন প্রদান, কর্মসংস্থান ও টেকসই পুনর্বাসন নিশ্চিত করা।

(গ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার সকলের জন্য বাসস্থান বাস্তবায়ন করা।

(ঘ) একটি অনগ্রসর বেকার ও গণউপদ্রব সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে সমাজে মূলধারায় আনয়ন ও অর্থনৈতিক কাজে সম্পৃক্তকরণ।

৩) উদ্যোগটি শুরু/বাস্তবায়নের সময়কাল:
২০১৯-২০২১ অর্থবছর

৪) উদ্যোগটি আবেদনকারীদের নিয়মিত দায়িত্ব সম্পাদন ও সেবা প্রদান কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত কিনা?
হ্যাঁ

৫) উদ্যোগের ধারণাটির উৎপত্তি (মৌলিক/পূর্ববর্তী ধারণা থেকে গৃহীত)
মৌলিক

৬) কার্যক্রম:
(ক) হিজড়াদের তালিকাভূক্তি
(খ) হিজরাদের ফাউন্ডেশনিং ও কর্মমূখী করণ
(গ) বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ ও ঋণদান
(ঘ) জমিসহ ঘর প্রদান
(ঙ) পুকুর তৈরি ও মৎস্য চাষ, হাঁস মুরগী, গরু-ছাগল, ভেড়া কৃষি খামারের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান গড়ে দেয়া।
(চ) হিজড়া সাংস্কৃতিক সংঘ তৈরি ও সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ প্রদান
(ছ) গ্রামবাসী সুশীল সমাজ ও হিজড়া জনগোষ্ঠীর মত বিনিময়
(জ) নানামূখী কর্মে নিযুক্ত করা।

৭) উদ্যোগ বাস্তবায়নে ব্যবহৃত সৃজনশীল পদ্ধতিসমূহ:
(ক) হিজড়াদের যেহেতু নানা রকম সাংস্কৃতিক প্রতিভা রয়েছে তাই তাদেরকে সাংস্কৃতিক উপকরণ প্রদান, প্রশিক্ষণ প্রদান ও সাংস্কৃতিক সংঘ গড়ে দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচিতে তাদের সাংস্কৃতিক সংঘকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এতে করে মানুষের সাথে তাদের সুন্দর সামাজিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছে।
(খ) তারা নিজেরা কোন অর্থনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করলে অর্ধেক সরকারী/ বেসরকারী পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হয়েছে। যাতে তারা কর্মের উদ্যোগ গ্রহণ করে।
(গ) জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের জন প্রতিনিধিসহ সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্ত করে টেকসই পুনর্বাসনের কাজটি করা হয়েছে।

৮) প্রকল্প/উদ্যোগের ফলে সৃষ্ট প্রভাব/পরিবর্তন/ফলাফল:
(ক) গণ উপদ্রব হ্রাস পেয়েছে;
(খ) হিজড়াগণ আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে জড়িত হয়ে জীবন ধারার মূল স্রোতে ফিরে এসেছে;
(গ) হিজড়াদের সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

৯) অংশীজন ও উদ্যোগের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা:
উদ্যোগটি সম্পূর্ণভাবে সফল করতে সর্বস্তরে সফল অংশীদারদের সম্পৃক্ততা ছিল। হিজড়াদের জন্য আবাসন নির্মাণের শুরু থেকে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিগণ, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, মাননীয় সংসদ সদস্যসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ঠ গ্রামবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ততার ফলেই এই উদ্যোগ বাস্তবরূপ লাভ করেছে।

১০) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান/প্রভাব:
(ক) আর্থ সামাজিক উন্নয়ন প্রভাব: এই উদ্যোগের ফলে শেরপুর জেলার হিজড়াগণ নিশ্চিতভাবেই একটি সামাজিক জীবন বেছে নিয়েছে।
(খ) কৃষি কাজ মৎস চাষ ছোটখাট ব্যবসা বানিজ্যসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজে জড়িত হয়ে তারা নিজেদের ভাগ্যে বদলসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

১১) উদ্যোগটি সম্প্রসারণযোগ্য:
বর্তমান সরকার হিজড়া জনগোষ্ঠীকে তৃতীয় লিঙ্গের মর্যাদা প্রদান করেছে। প্রতিটি জেলায় একটি করে এ ধরনের হিজড়াপল্লী গড়ে উঠলে তাদেরকে সমাজের মূলধারায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা সহজ হবে। জাতীয় পর্যায়ে এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা গেলে হিজড়াদের জন্য সরকারের প্রদত্ত এই স্বীকৃতি শুধু কাগজে কলমে নয় বরং বাস্তবরূপ লাভ করবে।

১২) উদ্যোগটি টেকসইযোগ্যতা:
উদ্যোগটি যেহেতু অংশগ্রহণমূলক তাই এটি টেকসই। আর উদ্যোগটি টেকসই করার জন্যই জনপ্রতিনিধি সুশীল সমাজ, সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। টেকসই যোগ্যতাই এই উদ্যোগের মূল যোগান।

১৩) উদ্যোগ সম্পর্কে ভবিষ্যত পরিকল্পনা:
(ক) হিজড়া জনগোষ্ঠীর সামাজিক মর্যাদা রক্ষা ও সমাজে স্বাভাবিক জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধকরণ;
(খ) সরকারি চাকুরিতে কোটা সুবিধাপ্রাপ্তিসহ অন্যান্য চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি;
(গ) সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চলমান উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়ন ও প্রয়োজনে আরো উদ্যোগ গ্রহণ ।

৬.সদস্যদের সুনির্দিষ্ট সম্পৃক্ততার বিবরণ :

(ক) জনাব আনার কলি মাহবুব, যুগ্ম সচিব মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ ও প্রাক্তন জেলা প্রশাসক শেরপুর এই উদ্যোগটির পরিকল্পনা করেন ও সার্বিক দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।
(খ) জনাব মোঃ মোমিনুর রশীদ, জেলা প্রশাসক, শেরপুর উদ্যোগটির সামনের দিকে এগিয়ে নিতে নানামূখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।
(গ) জনা মোহাম্মদ ফিরোজ আল মামুন, প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শেরপুর সদর, শেরপুর বিভিন্ন সৃজনশীল উদ্যোগ গ্রহণ করেন ও বাস্তবায়ন করেন।
(ঘ) জনাব মেহনাজ ফেরদৌস, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শেরপুর সদর, শেরপুর উদ্যোগটি টেকসইকরণে আরো উদ্যোগ গ্রহণ করেন ও বাস্তবায়ন করেন।
(ঙ) জনাব তনিমা আফ্রাদ, সহকারী কমিশনার (ভূমি) , শেরপুর সদর, শেরপুর হিজড়াদের তালিকাভূক্তিকরণ, জমি বন্দোবস্তসহ নানা কাজ বাস্তবায়ন করেছেন।

৭. তিনজন স্থানীয় সুবিধাভোগী গণ্যমান্য ব্যক্তি/ জনপ্রতিনিধির নাম ও পরিচয় যিনি উদ্যোগটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত:

নাম	পদবি/পরিচয়	ঠিকানা	মোবাইল
মোঃ আতিউর রহমান আতিক	মাননীয় হুইপ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ও সংসদ সদস্য শেরপুর-১ আসন।	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা।	01711882464
মোঃ হুমায়ুন কবীর রুমান	চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, শেরপুর।	জেলা পরিষদ, শেরপুর ।	01715049354
মোঃ রফিকুল ইসলাম	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, শেরপুর সদর	উপজেলা পরিষদ, শেরপুর সদর, শেরপুর। ।	01720094408

৮. উদ্যোগের অর্থায়ন [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে (√) টিক চিহ্ন দিন]:
সম্পূর্ণ সরকারি ✓ সরকারি ও স্থানীয় সম্পূর্ণ স্থানীয় বেসরকারি/ ব্যক্তিগত অনুদান অন্যান্য

৯. প্রমাণকসমুহ:

- হিজড়াদের আবাসন বিষয়ে পত্র/পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন রিপোর্ট দেখতে এখানে ক্লিক করুন
- হিজড়াদের আবাসনে গৃহিত বিভিন্ন উদ্যোগের স্থিরচিত্র দেখতে এখানে ক্লিক করুন
- ভিডিও/এভি লিঙ্ক: হিজড়াদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতে শেরপুরে প্রশাসনের নানা উদ্যোগ
- ওয়েব লিংক:
https://web.facebook.com/100001752707802/posts/4852717004796675/?sfnsn=mo&_rdc=1&_rdr

১০. উপরে প্রদত্ত তথ্য এবং সংযুক্ত কাগজপত্র আমার জানামতে সঠিক। পরবর্তীতে কোনো ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে এ বিষয়ে প্রচলিত বিধিবিধান মেনে চলবো।

মোঃ মোমিনুর রশিদ
জেলা প্রশাসক
তারিখ: ২৮/০২/২০২২